এক নজরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

ডাঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

সূচি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্টা নম্বর
১	কুতুবদিয়া উপজেলার মানচিত্র	০১
২	কুতুবদিয়া উপজেলার নামকরনের ইতিহাস	০২
৩	উপজেলার সাধারণ তথ্য	০৩
৪	কুতুবদিয়া উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় সাধারণ তথ্য	০৪
৫	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার এর জনবলের তথ্য	০৫
৬	কুতুবদিয়া উপজেলার খামারের তথ্য	০৬
৭	সংকর জাতের বাচ্চা উৎপাদন (সংখ্যা)	০৭
৮	উপজেলা বিভিন্ন জাতের ঘাসের প্লট/খামারির সংখ্যা	০৮
৯	Annual Performance Agreement (APA) অনুযায়ী ২০১৯-২০ ইং সালের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের প্রতিবেদন	০৯
১০	Annual Performance Agreement (APA) অনুযায়ী ২০২০-২১ ইং সালের অক্টোবর/২০ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের প্রতিবেদন	১০
১১	৫ বছরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের অর্জন সমূহ	১১-১২
১২	উপজেলায় ঋণ আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৩
১৩	এক নজরে প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ	১৪
১৪	দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য	১৫
১৫	চলমান প্রকল্প সমূহ	১৬
১৬	সমস্যা/চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ	১৭-১৮

কুতুবদিয়া উপজেলা মানচিত্র

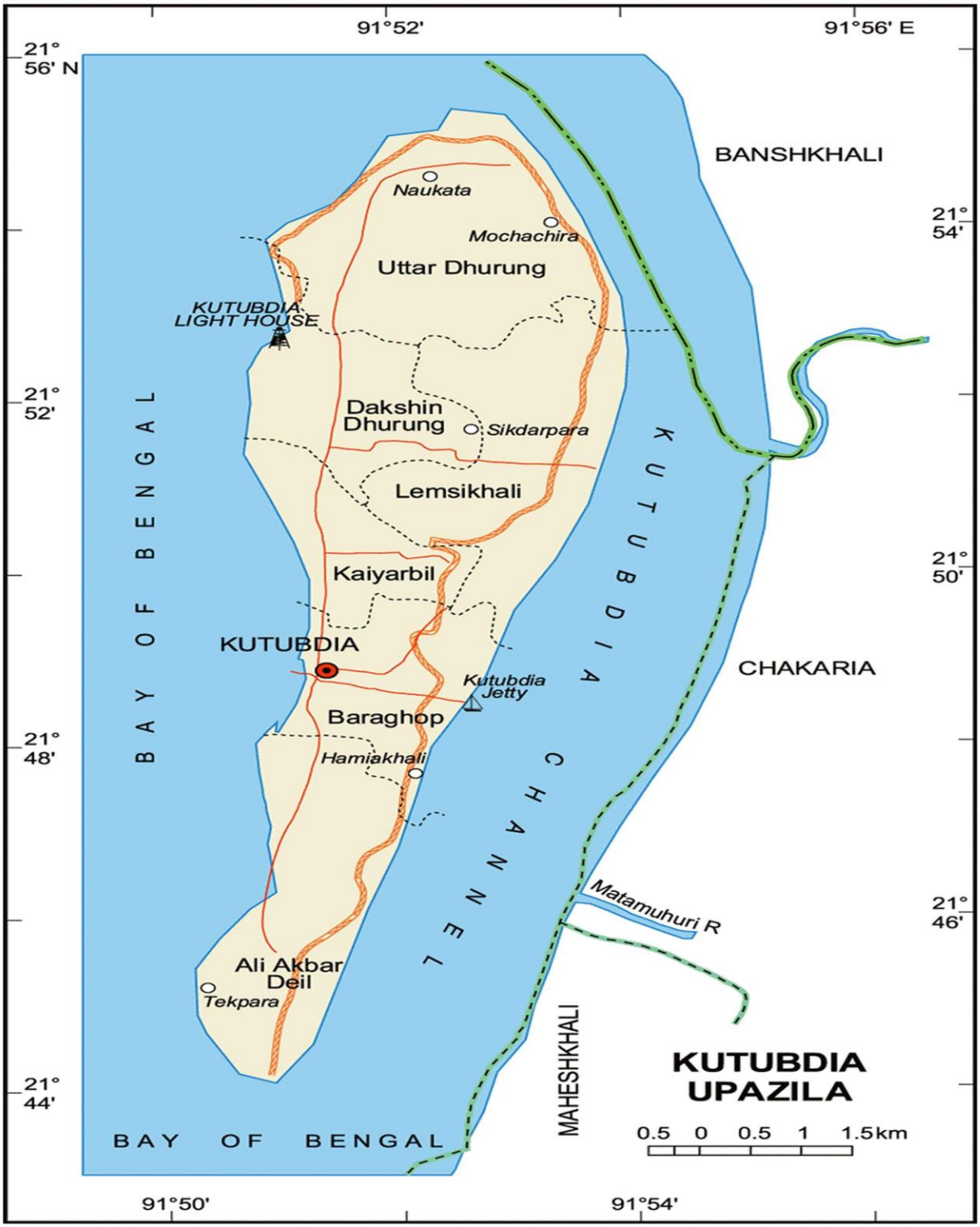

-: কুতুবদিয়া উপজেলার নামকরনের ইতিহাস :-

১ । উপজেলার নামঃ- কুতুবদিয়া

২ । উপজেলার ইতিহাসঃ-

দীর্ঘদিন ধরে কুতুবদিয়া দ্বীপের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও এ দ্বীপ সমুদ্র বক্ষ থেকে জেগে উঠে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ধারণা করা হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ দ্বীপে মানুষের পদচারণা। "হযরত কুতুবুদ্দীন" নামে এক কামেল ব্যক্তিআলী আকবর, আলী ফকির, এক হাতিয়া সহ কিছু সঙ্গী নিয়ে মগ পর্তুগীজ বিতাড়িত করে এ দ্বীপে আস্তানা স্থাপন করেন। অন্যদিকে আরাকান থেকে পলায়নরত মুসলমানেরা চট্টগ্রামের আশেপাশের অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে উক্ত দ্বীপে আসতে থাকে। জরিপ করে দেখা যায়,আনোয়ারা, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, পটিয়া, চকরিয়া অঞ্চল থেকে অধিকাংশ আদিপুরুষের আগমন। নির্যাতিত মুসলমানেরা কুতুবুদ্দীনেরপ্রতি শ্রদ্ধান্তরে কুতুবুদ্দীনের নামানুসারে এ দ্বীপের নামকরন করেন"কুতুবুদ্দীনের দিয়া", পরবর্তীতে ইহা'কুতুবদিয়া' নামে স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বীপকে স্থানীয়ভাবে 'দিয়া' বা 'ডিয়া'বলা হয়।

৩) দর্শনীয় স্থানসমূহ

ক্রমিক নং	নাম	অবস্থান
০১	কুতুবদিয়া চ্যানেল	সমগ্র কুতুবদিয়া
০২	সমূদ্র সৈকত	বড়ঘোপ
০৩	বায়ু বিদ্যুৎ	আলী আকবর ডেইল
০৪	বাতিঘর	দক্ষিণ ধূরুং
০৫	মালেক শাহ মাজার	দক্ষিণ ধূরুং

উপজেলার সাধারণ তথ্যঃ-

(ক) আয়তন	-ঃ	২৭ বর্গ কিঃ মিঃ ।
(খ) ইউনিয়নের সংখ্যা	-ঃ	৬ টি ।
(গ) মৌজার সংখ্যা	-ঃ	৯ টি ।
(ঘ) গ্রামের সংখ্যা	-ঃ	৫৫ টি ।
ঙ) মোট লোক সংখ্যা	-ঃ	১,৩৩,৮৮৮ জন (প্রায়)
(চ) মোট পরিবার	-ঃ	১৯,৯০৫ টি ।
(ছ) জনসংখ্যার ঘনত্ব	-ঃ	১৬৫২ (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) ।
(জ) শিক্ষার হার	-ঃ	৭৭%
(ঝ) কিল্লা	-ঃ	০৫ টি ।

-ঃ কুতুবদিয়া উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় সাধারণ তথ্যঃ-

বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান
ক) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর – ০১ টি
খ) কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র – ০১ টি
গ) কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট - ৩ টি
পশু-পাখির সংখ্যাঃ-
ক) গরু – ২৬,০৬২
খ) মহিষ- ৯৬
গ) ছাগল-২০,৫৪০
ঘ) ভেড়া - ৮৪৪৫
ঙ) দেশী মোরগ-মুরগি- ১,৯১,৭৫৮
চ) লেয়ার মুরগি- ১১০০
ছ) ব্রয়লার- ৮৭,৫০০
জ) সোনালী মুরগি- ৫০০০
ঝ) হাঁস – ৪১,৮৪৩
ঞ) কবুতর- ৩০,৯৬২
ট) কোয়েল-৫৫৬
ঠ) টার্কি- ৭২৭

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার এর জনবলের তথ্যঃ-

ক্রমিক নং	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শুণ্য পদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	০১	০১	০	
০২	ভেটেরিনারি সার্জন	০১	-	০১	
০৩	উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ)	০৪	০৩	০১	
০৪	উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণি-স্বাস্থ্য)	০১	০১		
০৫	উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (কৃত্রিম প্রজনন)	০১	০১		
০৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	--	০১	
০৭	ড্রেসার	০১	--	০১	
০৮	অফিস সহায়ক	০১	০১		
	মোট	১১ জন	৭ জন	৪ জন	

কুতুবদিয়া উপজেলার খামারের তথ্যঃ-

ক্রমিক নং	খামারের নাম	মোট
০১	ব্রয়লার	৫২
০২	লেয়ার	০১
০৩	সোনালী	০৫
০৪	টার্কি	১
০৫	হাঁস	০৩
০৬	কবুতর	--
০৭	ডেইরি	৭৭৮
০৮	বীফ ফ্যাটেনিং	৪৮৩
০৯	ছাগল	২৭
১০	ভেড়া	১৭
১১	মহিষ	০৩

উপজেলায় বিভিন্ন জাতের ঘাসের প্লট/

উন্নত জাতের ঘাসের ক্যাম্পাস নার্সারি

লাল নেপিয়ার ঘাস

সবুজ পাকচং ঘাস

জার্মান ঘাস

-ঃএক নজরে প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ-

০১ । অসুস্থ গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান ।

০২। গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির প্রতিষেধক টিকা প্রদান।

০৩ । জাত উন্নয়নে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ।

০৪ । ডেইরি ও পোল্ট্রি খামার স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ।

০৫ । ডেইরি ও পোল্ট্রি খামার রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা ।

০৬ । দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করা।

০৭ । খামার ও বাজার সহ অন্যান্য স্থানে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা ।

০৮ । উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও ঘাসের কাটিং সরবরাহ করণ ।

০৯ । গবাদি প্রাণি ও পোল্ট্রি পালন সংক্রান্ত খামারী/কৃষক প্রশিক্ষণ।

১০। রোগাক্রান্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ ।

-ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যঃ-

ক্র নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	জনসংখ্যা ১,৩৩,৮৮৮ জন		বিভাগীয় লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	উৎপাদন (২০১৯-২০)	জনপ্রতি প্রাপ্যতা	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি
		জন প্রতি চাহিদা	মোট চাহিদা				
০১।	মাংস (লক্ষ মে,টন)	১২০ গ্রাম/দিন/জন	০.০৫৪৮৭ লক্ষ মে, টন	০.০৬৪ লক্ষ মে, টন	০.০৭০২১ লক্ষ মে, টন	১৫৩ গ্রাম/দিন/জন	+৩৩ গ্রাম/দিন/জন
০২।	দুধ (লক্ষ মে,টন)	২৫০ মিলি/দিন/জন	০.১১৪৩১ লক্ষ মে, টন	০.১৬ লক্ষ মে, টন	০.১০৬২ লক্ষ মে, টন	২৩২ মিলি/দিন/জন	-১৮ মিলি/দিন/জন
০৩।	ডিম (কোটি)	১০৪ টি/বছর/জন	০.১৩০২৯০১৬ টি	১.৫০ (কোটি)	১.৪৭ (কোটি)	১১৮ টি/বছর/জন	+১৪ টি/বছর/জন

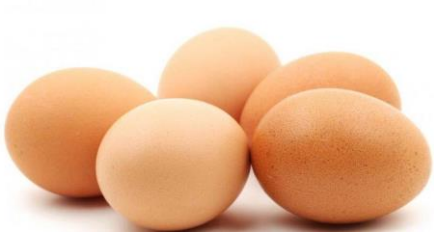

চলমান প্রকল্প সমূহঃ-

০১ । লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (এল ডি ডি পি)

০২ । ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগাম (এন এ টি পি)

০৩ । বাফেলো ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

০৪ । ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ও পিপিআর নির্মূল প্রকল্প

০৫। আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প

-ঃসমস্যা/চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহঃ-

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ-

- গবাদিপশুর সনাতন পালন ব্যবস্থাপনা,
- বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা ।
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
- কম উৎপাদনশীলতা,
- সচেতনতার অভাবে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি গ্রহনে অনীহা,
- গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা,
- প্রাণীজাত উৎপাদসমূহের সংরক্ষণ ও বিপনন ব্যবস্থার ঘাটতি,
- উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য,
- রোগের প্রাদুর্ভাব,
- প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি,
- প্রণোদনামূলক উদ্যোগের অভাব,
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
- প্রশিক্ষিত জনবল ও লজিস্টিকসের অভাব এবং
- নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজের ঘাটতি ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ-

- ✓ গবাদিপশুর আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরনের জন্য উঠান বৈঠক আয়োজন, প্রতিটি ইউনিয়নের মডেল খামার স্থাপন এবং মডেল খামারে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে ।
- ✓ নিরাপদ স্বাস্থ্য তথা খাদ্য নিরাপত্তা জোড়দার করার জন্য, খামারী, সাধারণ জনগণ, ফার্মাসিস্ট, প্রশাসন ইত্যাদি সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে নিয়ে এ এম আর (AMR) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এর লক্ষ্যে সভা,সেমিনার, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোড়দার করণ এবং রেজিস্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন

ছাড়া এন্টিবয়োটিক বিক্রি না করার মহামান্য হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার প্রচারণা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের আওতায় আনা।

- ✓ কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রজেনী শো এবং মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগীতায় কৃষকদের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি গ্রহনে সচেতন করে তোলা হবে ।
- ✓ উন্নত জাতের ঘাস চাষের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাম্পাস নার্সারি ও কৃষক পর্যায়ে প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপন করা হবে । সারাবছর গুনগতমানসম্পন্ন গোখাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য “প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও
- ✓ প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প” এর সহযোগীতায় কৃষকদের মাঝে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানোসহ ঘাসের বাজার সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হবে ।
- ✓ বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রাণীজাত দ্রব্যাদির মূল্য[illegible]নের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ প্রচলনের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করা হবে । অবাদে অন্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধকল্পে খামারি ও কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ।
- ✓ প্রতিটি ইউনিয়নে ভ্যাক্সিনেশন ও ডিওয়ার্মিং ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে কৃষকদের রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষে কার্যক্রম জোড়দার করা হবে ।
- ✓ কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচিত করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অভিযোজিত করা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি মেটানো হবে ।
- ✓ সফল খামারীদের পুরষ্কৃত করা এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে ।
- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডাটাবেইজ হালনাগাদের পদক্ষেপ নেয়া হবে ।
- ✓ লাইভস্টক ডায়েরী ও এসএমএস পদ্ধতি ব্যবহার করে সেবা প্রাপ্তির জন্য সাধারণ খামারীকে উদ্বুদ্ধ করা হবে ।
- ✓ মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ।